314

শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সমীপে

গত ১১ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার দৈনিক ইত্তেফাকের চিঠিপত্রের কলামে বগুড়ার সেনপাড়ার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনৈক শিক্ষকের বক্তব্যের সমর্থনে আমি বেসরকারী শিক্ষাঙ্গনে চাকুরীরত শিক্ষকদের আরও দুই চারটি সমস্যার কথা তুলিয়া ধরিতে চাই। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নে সরকারের ধাপে ধাপে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং নিঃসন্দেহে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কালক্রমে নানা বিরূপ পরিবেশ কাটাইয়া হয়তো শিক্ষা ব্যবস্থা একদিন ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিবে।

প্রণীত বেতন স্কেলের ৫০% বা ৬০% প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারী নীতি কোন কোন শিক্ষকের জীবনকে রীতিমত বেতন প্রাপ্যতা হইতে বঞ্চিত করিয়া তিলে তিলে ধ্বংস করিতেছে। বিশেষ বিশেষ বিষয়ের শিক্ষককে প্রণীত বেতন স্কেলের সমস্ত টাকা মাসে মাসে প্রদান করিতে না পারায় অনেক শিক্ষকই এই মহৎ পেশার প্রতি বিমুখ হইয়া অন্যত্র চাকুরী খোঁজাখোঁজি করিতেছেন। যে, সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুণ অর্থাভাব রহিয়াছে সে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৎসরান্তে ৫/৬ মাস বেতন বাকী থাকে। সেগুলির পক্ষে বেতন স্কেলের সমগ্র টাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রদান করা কোন মতেই সম্ভব নয়। বেতন স্কেলের টাকা প্রাপ্তির ব্যাপারে সরকারের নীতি অতিশয়- ঝামেলাপূর্ণ। কোন একজন শিক্ষকের নামে প্রাপ্ত টাকা অন্য কাউকে দেওয়া যাইবে না। সেই টাকা ট্রেজারী হইতে তোলা যাইবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। একজনের নামে প্রাপ্য টাকা যদি অন্য কাউকে দেওয়া না যায় তবে ঐ ব্যক্তি অন্যত্র চলিয়া গেলে বা চাকুরী ছাড়িয়া দিলে বা ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার স্থলে নবনিযুক্ত ব্যক্তির টাকা কোথা হইতে আসিবে? এক বছরের প্রাপ্য টাকা আরেক বছরে পাইলে বর্তমান বছর তিনি চলিবেন কি দিয়া? বেতন স্কেলের অর্ধেক টাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে দিলে নবনিযুক্ত ব্যক্তির মাসিক খাওয়া-খরচও চলিবে না।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আমি নিজে একটা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে ডি,পি,আই, অফিসে বারবার ধরনা দিয়াও আমার কলেজের একজন সহকারী অধ্যাপকসহ কয়েকজন অধ্যাপক ও অফিস সহকারীর গত বছরের বেতন স্কেলের ৫০% বকেয়া পাওনা এখনো আনিতে পারি নাই এবং সৃষ্ট জটিলতার জন্য কখনও আনিতে পারিব কিনা, জানি না। আবর্তক মঞ্জুরীর নিয়ম কানুন অতীব বিচিত্র। আধুনিক সভ্য সমাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সরকারের মনোভাবের এত বৈষম্য থাকা ঠিক নয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কোন ডিগ্রি কলেজে ন্যূনপক্ষে ২০/২২ জন অধ্যাপক থাকেন; সে কলেজ ৩০ বছরের পুরাতন হইলেও বা ৫ বছরের বয়সের হইলেও। অর্থনৈতিক প্রয়োজন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই সমান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আবর্তক মঞ্জুরীর ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বয়স বিবেচনা করা হইতেছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া বিভিন্ন অংকের আবর্তক মঞ্জুরী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হইতেছে।

শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিহীন হইলেই কেবল শিক্ষককুল একাগ্রচিত্তে শিক্ষাব্রতে মনোনিবেশ করিতে পারেন। শিক্ষককুলের অস্থির মানসিকতায় আদর্শ শিক্ষা প্রদান কখনো সম্ভব হইবে না এবং ফলে আদর্শ নাগরিক কখনো সৃষ্টি হইবে না। সর্বাগ্রে আদর্শ নাগরিক সৃষ্টি না করিয়া দেশমাতৃকার উন্নতির জন্য সকল সরস শ্লোগান নিরর্থক। কাজেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের তাহা ভালভাবে খতাইয়া দেখা এবং অসহায় শিক্ষকদের বেতন স্কেলের ব্যাপারে হয়রানি না করিয়া সহজতর পদ্ধতি গ্রহণের জন্য আকুল আবেদন জানাইতেছি।

—আবদুন নূর, অধ্যক্ষ, মুজিব মহাবিদ্যালয়, বসুরহাট, নোয়াখালী।